খাদ্য অধিকার বাংলাদেশ
RIGHT TO FOOD BANGLADESH

christian aid

কৃষিখাতে স্বয়ম্ভরতা ও খাদ্য অধিকার

পটভূমি

বিগত কয়েক বছর ধরে অর্থনৈতিক ও সামাজিকসহ বিভিন্ন ক্ষেত্রে দৃশ্যমান উন্নয়নের ধারাবাহিকতায় বিগত মার্চ মাসে জাতিসংঘ বাংলাদেশকে স্বল্পোন্নত দেশ থেকে উন্নয়নশীল দেশ হিসেবে স্বীকৃতি প্রদান করেছে। আমরা জানি, ২০১৫ সালের আগেই দারিদ্র্যের হার ১৫ শতাংশের বেশি কমিয়ে 'সহস্রাব্দ উন্নয়ন লক্ষ্যমাত্রা' (MDG) পূরণ করেছে বাংলাদেশ। বিগত কয়েক বছর ধরে ৬% এর উপরে প্রবৃদ্ধি (জিডিপি) অব্যাহত থাকার ধারাবাহিকতায় গত বছর থেকে ৭% এর উপরে জিডিপি অর্জিত হচ্ছে। সামাজিক উন্নয়ন সূচক, যথা- প্রাথমিক বিদ্যালয়ে গমন, প্রাথমিক ও মাধ্যমিক পর্যায়ে শিক্ষার ক্ষেত্রে নারী-পুরুষের সমতা, নবজাতক ও পাঁচ বছরের কম বয়সী শিশু ও মাতৃমৃত্যুর হার হ্রাস, নারীর ক্ষমতায়নসহ বিভিন্ন ক্ষেত্রে উল্লেখযোগ্য অগ্রগতি সাধিত হয়েছে। এসকল বিষয়ের পাশাপাশি দেশে কৃষি খাতে ব্যাপক অগ্রগতি সাধিত হয়েছে। খাদ্য যোগানের মাধ্যমে খাদ্য নিরাপত্তা নিশ্চিত করা, কর্মসংস্থান, শিল্প উৎপাদনের কাঁচামালের উৎস ছাড়াও এর সঙ্গে জড়িত দেশের সার্বিক উন্নয়নের অনুষঙ্গ। বর্তমানে দেশের শ্রমশক্তির প্রায় ৪৭ শতাংশ নিয়োজিত রয়েছে এ খাতে। আবার মোট দেশজ উৎপাদনের (জিডিপি) প্রায় ১৮ শতাংশ আসছে কৃষি (শস্য, মৎস্য, প্রাণী ও বন) খাত থেকে। এর মধ্যে শস্য খাতে অবদান ১৩ শতাংশ। আমদানি নির্ভরতা কমিয়ে দানাদার খাদ্যশস্য, বিশেষ করে চাল উৎপাদনে আমরা স্বয়ংসম্পূর্ণতার কাছাকাছি। প্রক্রিয়াজাত কৃষি শিল্পের বাজারও সম্প্রসারণ হচ্ছে। বেশকিছু ঝুঁকি সত্ত্বেও কৃষি খাতে গত ৩ দশকে নীরব বিপ্লব সাধিত হয়েছে। এ সকল সাফল্যের পাশাপাশি কিছু কিছু ক্ষেত্রে আমাদের সীমাবদ্ধতাও রয়েছে। যেমন: দরিদ্র মানুষের এক অংশের খাদ্য নিরাপত্তা, গুণগত শিক্ষা, স্বাস্থ্য সেবা, কর্ম-সংস্থান ইত্যাদি ক্ষেত্রে প্রয়োজনীয় সাফল্য এখনও আমরা অর্জন করতে পারিনি। গত বছর দেশের উত্তর-পূর্বাঞ্চল ও হাওর এলাকায় অতি বৃষ্টি ও পাহাড়ী ঢলে সৃষ্ট অকাল বন্যা এবং পরবর্তীতে প্রায় সারাদেশে অতি বৃষ্টির কারণে ফসলহানি হওয়ায় চালের ঘাটতি ও মূল্যবৃদ্ধি সম্পর্কে আমরা সকলে অবগত। এর ফলে অতি দরিদ্র থেকে দরিদ্র জনগোষ্ঠীর বড় অংশ দৈনিক প্রয়োজনীয় খাদ্য চাহিদা থেকে বঞ্চিত হয়েছে। দেশের লক্ষ্য ২০২১ সালের মধ্যে মধ্য আয়ের দেশ, ২০২৪ সাল পর্যন্ত উন্নয়নশীল দেশ হিসেবে নিজেদের অবস্থান ধরে রাখা ও নিশ্চিত করা, ২০৩০ সালের মধ্যে এসডিজির ১নং লক্ষ্য 'দারিদ্র্যের অবসান', ২নং লক্ষ্য 'ক্ষুধামুক্তি'সহ সকল লক্ষ্য অর্জন এবং ২০৪১ সালের মধ্যে উন্নত দেশে পরিণত হওয়া। এ প্রেক্ষিতে দারিদ্র্য দূরীকরণ ও ক্ষুধামুক্তি অর্জনে সবার আগে প্রয়োজন সকল মানুষের খাদ্য নিরাপত্তা নিশ্চিত করা। অভিজ্ঞতায় পরিলক্ষিত হয় যে, বিগত কয়েক বছর ধরে জনসংখ্যা বৃদ্ধির প্রেক্ষিতে দারিদ্র্যের হার কমলেও দারিদ্র্যসীমার নিচে বসবাসকারী মানুষের সংখ্যা প্রায় ৪ কোটি থেকেই যাচ্ছে। এ সকল দরিদ্র মানুষের জন্য খাদ্য নিরাপত্তা প্রধান চ্যালেঞ্জ। কারণ খাদ্যের ঘাটতি শিশু, নারীসহ সর্বস্তরের মানুষের পুষ্টি, স্বাস্থ্য, শিক্ষা ও কর্মসংস্থানে নেতিবাচক প্রভাব ফেলে। পৃথিবীব্যাপী অভিজ্ঞতায় দেখা যায় যে, দীর্ঘকাল ধরে পশ্চিম ইউরোপসহ ধনী দেশসমূহ এবং অল্পকিছু উন্নয়নশীল দেশ ছাড়া বেশিরভাগ দেশে 'খাদ্য নিরাপত্তা কর্মসূচি' সকল মানুষের খাদ্য নিরাপত্তা নিশ্চিত করতে পারছে না। সামগ্রিক প্রেক্ষাপটে সারা বিশ্বে 'খাদ্য অধিকার'-এর গুরুত্ব দিন দিন বাড়ছে। খাদ্য অধিকার প্রতিষ্ঠায় প্রয়োজনীয় খাদ্য যোগানে কৃষি খাতের ভূমিকাই প্রধান। তাই 'কৃষিখাতে স্বয়ম্ভরতা' আজকের আলোচনার প্রধান বিষয়।

কৃষিখাতে সাফল্যের দিকসমূহ

কৃষি তথ্য সার্ভিস ২০১৮ অনুযায়ী ফসল উৎপাদনের নিবিড়তা হয়েছে ১৯৪ শতাংশ। কৃষির এ সাফল্য সামগ্রিকভাবে দেশের অর্থনৈতিক উন্নয়নেও গুরুত্বপূর্ন ভূমিকা রাখছে। বাংলাদেশ **চাল উৎপাদনে** বিশ্বে **চতুর্থ** অবস্থানে। আমন, আউশ ও বোরো মৌসুমে ধানের বাম্পার ফলনে বছরে প্রায় সাড়ে তিন কোটি মেট্রিক টন ধান উৎপাদনের রেকর্ড গড়েছে বাংলাদেশ। জাতিসংঘের খাদ্য ও কৃষি সংস্থার তথ্য মতে, দেশ এখন **সবজি উৎপাদনে** বিশ্বে **তৃতীয়**। বছরে প্রায় এক কোটি টন **আলু উৎপাদন** করে বাংলাদেশ রয়েছে বিশ্বের **সপ্তম** স্থানে। গত বছরে ৩ কোটি ৩০ লাখ ডলারের আলু রপ্তানি করা হয়েছে। **মাছ উৎপাদনেও** বিশ্বে বাংলাদেশের অবস্থান **চতুর্থ**। মাছ রপ্তানি বেড়েছে ১৩৫ গুন। পূর্বাভাস অনুযায়ী, ২০২২ সালের মধ্যে বিশ্বের যে চারটি দেশ মাছ চাষে বিপুল সাফল্য অর্জন করবে, তার মধ্যে প্রথম দেশটি হচ্ছে বাংলাদেশ এবং এরপর রয়েছে থাইল্যান্ড, ভারত ও চীন। বাংলাদেশ **ছাগল উৎপাদনে** বিশ্বে **চতুর্থ**। বাংলাদেশের ব্লাক বেঙ্গল জাতের ছাগল বিশ্বের সেরা জাত হিসেবে স্বীকৃতি পেয়েছে।

ফসলের নতুন নতুন জাত উদ্ভাবনের ক্ষেত্রে বাংলাদেশের বিজ্ঞানীদের সফলতাও বাড়ছে। এ পর্যন্ত বাংলাদেশ ধান গবেষণা ইনস্টিটিউট (ব্রি) ও বাংলাদেশ পরমাণু কৃষি গবেষণা ইনস্টিটিউটের (বিনা) বিজ্ঞানীরা মোট ১৩টি প্রতিকূল পরিবেশে সহিষ্ণু ধানের জাত উদ্ভাবন করেছেন। এর মধ্যে লবনসহিষ্ণু নয়টি, খরাসহিষ্ণ দুটি ও বন্যা সহিষ্ণু চারটি ধানের জাত রয়েছে উন্নয়নশীল দেশগুলোর মধ্যে এতগুলো প্রতিকূল পরিবেশসহিষ্ণু ধানের জাত উদ্ভাবনের দিক থেকেও বাংলাদেশ বিশ্বের শীর্ষে। গ্রামীণ জনগোষ্ঠীর জীবনযাত্রা উন্নয়নে তথ্যপ্রযুক্তিভিত্তিক ই-কৃষি খুলে দিয়েছে সম্ভাবনার জানালা। বিশ্বে পাট উৎপাদনে বাংলাদেশ দ্বিতীয় এবং রফতানিতে শীর্ষে। স্বাধীনতার পর বাংলাদেশের যত অর্জন আছে, তার মধ্যে কৃষি খাতে ফসলের উৎপাদন বৃদ্ধি সবচেয়ে উল্লেখযোগ্য।

কৃষি খাতে সীমাবদ্ধতার দিক

- **ফসল উত্তোলন ব্যবস্থাপনা:** অনেক ক্ষেত্রে ফসলের ভাল উৎপাদন হলেও ফসল উত্তোলনের সময় ব্যাপক ক্ষতি হয়। এক গবেষণায় দেখা গেছে, ২০১৫-১৬ অর্থবছরে চাল ৩ কোটি ৫৭ লাখ, গম ১৩ লাখ, আলু ৯৫ লাখ, ভুট্টা সাড়ে ২৪ লাখ, পেঁয়াজ ১৭ লাখ ৩৫ হাজার, ফল ৪৮ লাখ ১০ হাজার এবং সবজি ৩৮ লাখ ৭৭ হাজার টনসহ এই ৭ শ্রেণীর ফসলের মোট উৎপাদন ৫ কোটি ৮৪ লাখ টন। যার প্রায় ৭৭ লাখ ৫০ হাজার টন নষ্ট হয়েছে। যা মোট উৎপাদিত ফসলের প্রায় ১৪ শতাংশ। এসব ফসলের বাজারমূল্য প্রায় ৩০ হাজার ৪০০ কোটি টাকা, যা মোট বাজেটের প্রায় ১০ শতাংশ এবং বার্ষিক উন্নয়ন কর্মসূচির প্রায় ৩১ শতাংশ।
- **ফসলের মূল্য:** অনেক ফসলের ক্ষেত্রে কৃষক উৎপাদন খরচ ও পুরোপুরি পায় না। এ বছর আলুর মূল্যের কথা আমরা জানি। গত বছর হাওর অঞ্চলসহ সারাদেশে বোরো ধানের বিরাট ক্ষতির পর এ বছর ধানের ব্যাপক ফলন হলেও কৃষকের মুখে হাসি নেই:

হাওরের চিত্র
কৃষকের হাসি ম্লান হাটে গিয়ে

দাম কমার অপেক্ষায় সরকার ও মিলাররা!

ঘোষণা দিলেও ধান-চাল কেনা শুরু হয়নি

- **কৃষি বাজেটের প্রবণতা এবং এসডিজির লক্ষ্য পূরণ:**
    - সম্প্রতি বাজেট বরাদ্দের ক্ষেত্রে কৃষিখাতের গুরুত্ব কম বলে মনে হচ্ছে। যে হারে মোট বাজেট বৃদ্ধি পাচ্ছে, কৃষি বাজেটের প্রবৃদ্ধি সে হারে হচ্ছে না। ২০০৯-১০ সাল থেকে ২০১৭-১৮ সাল নাগাদ মোট বাজেট বৃদ্ধি পেয়েছে ২৬২.১৬ শতাংশ। পক্ষান্তরে সার্বিক কৃষিখাতের বরাদ্দ বেড়েছে ১৩৫.৫৬ শতাংশ। সেইসঙ্গে মোট বাজেটে কৃষিখাতের হারও হ্রাস পাচ্ছে। যেমন: ২০১০-১১ সালে মোট বাজেটে বৃহত্তর কৃষিখাতের বরাদ্দ ছিল ১০.৪৭ শতাংশ। যা ২০১৭-১৮ সালে ৮.৩৩ শতাংশে নেমে আসে।

- টেকসই উন্নয়ন লক্ষ্যমাত্রা অনুসারে আগামী ২০৩০ সাল নাগাদ সকল মানুষের জন্য খাদ্য ও পুষ্টির নিশ্চয়তা বিধানে কৃষির উৎপাদন বৃদ্ধি করতে হবে প্রায় দিগুণ। প্রতি বছর উৎপাদন বাড়িয়ে যেতে হবে গড়ে ৪ থেকে ৫ শতাংশ হারে। ষষ্ঠ পঞ্চবার্ষিক পরিকল্পনায় কৃষির উৎপাদন ৪.৫ শতাংশ হারে বাড়িয়ে যাওয়ার লক্ষ্যমাত্রা নির্ধারণ করা হয়েছিল কিন্তু তা অর্জন করা সম্ভব হয়নি। সপ্তম পঞ্চবার্ষিক পরিকল্পনায় এ লক্ষ্যমাত্রা নামিয়ে আনা হয় সর্বোচ্চ ৩.৫ শতাংশে। গত তিন বছর ধরে এ লক্ষ্যমাত্রাও অর্জন করা সম্ভব হয়নি।

- **কৃষিখাতে ভর্তুকিঃ** সরকার সারের মূল্যের ক্ষেত্রে নিয়মিত ভর্তুকি দিয়ে আসছে। যা এই খাতের উন্নয়নে বড় অবদান রাখছে। কৃষিখাতে আধুনিক প্রযুক্তির ধারণা উৎসাহিত করার জন্য প্রদান করা হয় উপকরণ ভর্তুকি। স্বাধীনতার পর প্রথম পঞ্চবার্ষিক পরিকল্পনাকালে কৃষিখাতে ভর্তুকির পরিমাণ ছিল ৫০ শতাংশের বেশী। এরপর অর্থনৈতিক সংস্কারের কারণে দ্রুত প্রত্যাহার করা হয় কৃষি ভর্তুকি। বর্তমান মহাজোট সরকার সারসহ বিভিন্ন ক্ষেত্রে কৃষি ভর্তুকির পরিমাণ বাড়িয়েছে। মোট বাজেট বৃদ্ধির তুলনায় তা হ্রাস পাচ্ছে বছর বছর। ২০১২-১৩ অর্থবছরে কৃষি ভর্তুকির পরিমাণ ছিল ১২ হাজার কোটি টাকা যা মোট বাজেটের ৬.৩৪ শতাংশ। অন্যদিকে চলতি অর্থবছর ২০১৭-১৮ তা হ্রাস পায় ৯ হাজার কোটি টাকায় যা ২.২৫ শতাংশে হ্রাস পায়। এটা দেশের কৃষি ও কৃষকের ক্ষতি। কৃষিখাতে ভর্তুকি উল্লেখযোগ্য হারে বাড়ানো না হলে ভবিষ্যতে উৎপাদন বৃদ্ধির লক্ষ্যমাত্রা অর্জন বেশ কষ্টসাধ্য বিষয়। ফসল উত্তোলনে ভাল ব্যবস্থাপনা নিশ্চিত করার জন্য কৃষি ক্ষেত্রে যান্ত্রিকীকরণ ও অন্যান্য উদ্যোগের জন্য ভর্তুকির কোন বিকল্প নেই।

- **কৃষি জমির ব্যবহারঃ** ১১ ফেব্রুয়ারি ২০১৮ দৈনিক সমকালে প্রকাশিত প্রতিবেদনে বিবিএস-এর ২০১৫ সালের তথ্য অনুযায়ী, ২০০০-২০১১ সাল পর্যন্ত ১২ বছরে প্রতি বছর ৬৮ হাজার ৭৬০ হেক্টর আবাদি জমি অকৃষি খাতে চলে গেছে। **মাননীয় প্রধানমন্ত্রীর এক ঘোষণা অনুযায়ী, দুই-তিন ফসলি জমি কোনভাবেই অকৃষি কাজে ব্যবহার করা যাবে না।** তারপরও প্রত্যক্ষ ও পরোক্ষভাবে কৃষি জমি হারিয়ে যাচ্ছে। যার প্রভাব পড়ছে কৃষি খাতের সার্বিক উৎপাদন ব্যবস্থার উপর।

কৃষি উন্নয়নের সাথে দারিদ্র্য বিমোচন-এর সম্পর্ক

বিশ্বব্যাংক কর্তৃক ২০০৮ সালে প্রকাশিত প্রতিবেদন অনুসারে দেখা যায়, কৃষির উৎপাদন ১ শতাংশ হারে বৃদ্ধি পেলে দারিদ্র্যের হার ০.৫ শতাংশ হারে হ্রাস পায়। অর্থনীতির অন্যান্য খাতে উৎপাদন বৃদ্ধির তুলনায় কৃষিখাতে উৎপাদন বৃদ্ধি দারিদ্র্য বিমোচনে দিগুণ কার্যকর। অতি সম্প্রতি বাংলাদেশে পরিচালিত এক সমীক্ষা থেকে প্রতীয়মান হয় যে, কৃষির উৎপাদন ১ শতাংশ বৃদ্ধি পেলে দারিদ্র্যের হার ০.৪১ শতাংশ হ্রাস পায়। তবে কৃষি বহির্ভূত খাতে উৎপাদন ১ শতাংশ বৃদ্ধি পেলে দারিদ্র্য হ্রাস পায় ০.২ শতাংশ। অর্থ্যাৎ কৃষি খাতের প্রবৃদ্ধি অন্যান্য খাতের প্রবৃদ্ধির তুলনায় দিগুণ হারে দারিদ্র কমায়। কারণ কৃষিখাতে উৎপাদন বৃদ্ধি পেলে খাদ্য ও পুষ্টির সরবরাহ বৃদ্ধি পায় এবং খাদ্যপন্যের মূল্যে স্থিতিশীলতা আসে। ফলে খাদ্য ভোগ বেড়ে যায় সাধারণ মানুষের। স্বাধীনতার পর থেকে এ নাগাদ দেশে খাদ্যশস্যের উৎপাদন বেড়েছে ৩ শতাংশ হারে। এ সময়ে দেশে দারিদ্র্য হ্রাস পেয়েছে বছরে গড়ে ১.৪ শতাংশ হারে। তাতেও বলা যায়, কৃষির উৎপাদন বৃদ্ধির সাথে দারিদ্র্য হ্রাসের একটা সরাসরি সম্পর্ক রয়েছে। আলোচনায় আমরা দেখছি, সংশ্লিষ্টদের প্রয়োজনীয় খাদ্য না পাওয়া দারিদ্র্যের অন্যতম প্রধান কারণ। এছাড়াও জলবায়ু পরিবর্তনের ফলে গত বছর থেকে প্রাকৃতিক দুর্যোগের যে পূর্বাভাস পরিলক্ষিত হচ্ছে তা আগামীতে আরও ভয়ঙ্কর হতে পারে বলে বিশেষজ্ঞদের ধারণা। অতএব কৃষি উন্নয়ন ও দারিদ্র্য বিমোচনে জলবায়ু পরিবর্তনের দিকসমূহ মোকাবেলায় রাষ্ট্রের পক্ষ থেকে পরিকল্পিতভাবে বিশেষ উদ্যোগের প্রয়োজন হবে (এ বিষয়ে পৃথক আলোচনার উদ্যোগ নেয়া হবে)।

খাদ্য অধিকার কেন

২০০৬ সালে প্রবর্তিত সরকারের খাদ্য নীতি, সামাজিক নিরাপত্তা কর্মসূচি এবং খাদ্য নিরাপত্তার জন্য বিভিন্ন কার্যক্রমের ফলে জনসংখ্যা বৃদ্ধির প্রেক্ষিতে দারিদ্র্যের হার কমলেও ২-৪ কোটি মানুষ (বর্তমানে দেশে দারিদ্র্যের হার ২৪.৩ শতাংশ/৩ কোটি ৯৩ লক্ষ এবং অতি দরিদ্র মানুষের হার ১২.৯ শতাংশ /২ কোটি ৮ লক্ষ) দীর্ঘসময়কাল ধরে দরিদ্র থেকেই যাচ্ছে। অর্থাৎ অতিদরিদ্র এবং দরিদ্র মানুষ দৈনিক পুষ্টিসহ ২ হাজার ১২২ কিলো ক্যালরি খাদ্য গ্রহণ করতে পারে না। পৃথিবীব্যাপী অভিজ্ঞতায় দেখা যায় যে, বেশিরভাগ উন্নয়নশীল দেশে 'খাদ্য নিরাপত্তা কর্মসূচি' সব মানুষের খাদ্য নিরাপত্তা নিশ্চিত করতে পারছে না। রাষ্ট্র জনগণের খাদ্যপ্রাপ্তির বিষয়টিকে মৌলিক চাহিদা হিসেবে স্বীকার করলেও খাদ্য নিরাপত্তার উদ্দেশ্যে গৃহীত পদক্ষেপগুলো হয়ে থাকে সাধারণত দান বা সেবামূলক।

সামগ্রিক বিবেচনায় আমাদের দেশেও সব মানুষের খাদ্য নিরাপত্তা চ্যালেঞ্জের সম্মুখীন। অধিকার হলো কিছু স্বীকৃত বা বৈধ ক্ষমতা, যা মানুষ তার বিশেষ অবস্থানের কারণে ভোগ করে থাকে। আমরা জানি, অন্ন, বস্ত্র, বাসস্থান, চিকিৎসা ও শিক্ষা হচ্ছে মানুষের মৌলিক মানবাধিকার। সে অর্থে খাদ্য অধিকার একটি মানবাধিকার। মানবাধিকারের অন্তর্ভুক্ত অন্য অধিকারগুলো অর্জনে খাদ্য অধিকার নিশ্চিত করা অপরিহার্য। এটি কোনো দয়া-দাক্ষিণ্যের বিষয় নয়, বরং প্রতিটি মানুষ মর্যাদার সাথে নিজের খাদ্যের সংস্থান করার সামর্থ্য অর্জন করবে সেটাই খাদ্য অধিকারের লক্ষ্য। তাই খাদ্য অধিকারের সঙ্গে মানুষের মর্যাদার সঙ্গে বসবাস, ক্ষুধা, খাদ্য নিরাপত্তাহীনতা ও পুষ্টিহীনতা থেকে মুক্ত জীবনযাপনের অধিকারও ওতোপ্রোতভাবে যুক্ত। নোবেল জয়ী অর্থনীতিবিদ অমর্ত্য সেন এক গবেষণায় দেখিয়েছেন যে, 'ক্ষুধা ও অপুষ্টি শুধু খাদ্যের অপ্রতুলতার কারণেই ঘটে না, সামাজিক আয়-বৈষম্যই দরিদ্র মানুষকে পর্যাপ্ত খাদ্য পাবার অর্থনৈতিক অভিগম্যতা থেকে বিরত রাখে'। সুনির্দিষ্টভাবে বলতে গেলে, 'খাদ্য অধিকার হচ্ছে এমন একটি অধিকার যা নারী, পুরুষ ও শিশুসহ সকল ব্যক্তি অথবা সমাজের কাছে সাংস্কৃতিকভাবে গ্রহণযোগ্য পর্যাপ্ত খাদ্য প্রাপ্তির মধ্য দিয়ে শারীরিক বা মানবিক চাহিদা পূরণ করে এবং অবশ্যই তা মানবিক মর্যাদাসম্পন্ন অর্থনৈতিক ও খাদ্য কেনার অভিগম্যতাকে নিশ্চিত করে। তাই সব মানুষের খাদ্য নিশ্চিত করার বিষয় সেবামূলক নয় অধিকারভিত্তিক দৃষ্টিভঙ্গির আলোকে দেখা দরকার। আমাদের দেশে সংবিধানের আলোকে জনগণের অধিকার প্রতিষ্ঠা, ২০২১ সালের মধ্যে প্রকৃত মধ্য-আয়ের দেশ, ২০২৪ সালের মধ্যে উন্নয়নশীল দেশ হিসেবে নিজেদের অবস্থান নিশ্চিত করা ও এসডিজির লক্ষ্য পূরণসহ সকল আন্তর্জাতিক অঙ্গীকার বাস্তবায়নে সব মানুষের জন্য পর্যাপ্ত ও টেকসই খাদ্য ব্যবস্থা নিশ্চিত করা প্রয়োজন।

কৃষিখাতে স্বয়ম্ভরতা ও খাদ্য অধিকার

উপরের আলোচনায় আমরা দেখেছি কৃষি খাতের সাফল্য ও সীমাবদ্ধতা যা খাদ্য নিরাপত্তা ও খাদ্য অধিকার প্রতিষ্ঠায় সরাসরি সম্পর্কিত। অর্থাৎ 'টেকসই কৃষি ব্যবস্থা' প্রতিষ্ঠিত হলে সকল মানুষের খাদ্য অধিকার প্রতিষ্ঠিত হওয়ার প্রধান শর্ত পূরণ হবে। এটিই যথেষ্ট নয়, কৃষিখাতে স্বয়ম্ভরতার পাশাপাশি খাদ্য অধিকার প্রতিষ্ঠায় আইনী কাঠামো প্রণয়নের উদ্যোগ গ্রহণ করা প্রয়োজন।

'কৃষিখাতে স্বয়ম্ভরতা ও খাদ্য অধিকার' বিষয়ে সুপারিশ

১. **টেকসই কৃষি ব্যবস্থা প্রতিষ্ঠায় কৃষক উৎপাদিত পণ্যের ন্যায্য মূল্য নিশ্চিতকরণে 'মূল্য কমিশন' গঠন করা।**

২. **টেকসই কৃষি ব্যবস্থার উন্নয়নে কৃষিখাতকে অগ্রাধিকার দিয়ে বাজেট বৃদ্ধি করা।**

৩. **কৃষিখাতে আধুনিক প্রযুক্তির ব্যবহার, ভাল ফসল উত্তোলন ব্যবস্থাপনা ও আগামীতে কৃষি শ্রমিকের ঘাটতি বিবেচনায় নিয়ে কৃষি ব্যবস্থার যান্ত্রিকীকরণে প্রয়োজনীয় ভর্তুকি প্রদান করা।**

৪. **দেশে কৃষি জমি সুরক্ষার জন্য প্রয়োজনীয় নীতি/আইন প্রণয়ন করা।**

৫. **৪ কোটি অতি দরিদ্র ও দরিদ্র জনগোষ্ঠীর 'খাদ্য ও পুষ্টি অধিকার' নিশ্চিত করার লক্ষ্যে আইন প্রণয়নে অবিলম্বে সুনির্দিষ্ট পদক্ষেপ গ্রহণ করা।**

Secretariat: WAVE Foundation, 3/11, Block-D, Lalmatia, Dhaka-1207
Phone: 01755655430, 8143245, 58151620, Fax: 8143245, 58151620 Ext.-123
Email: info.rtfbd@gmail.com, Website: www.rtf-bangladesh.org